দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 MAR 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

019

গণিত প্রশ্নপত্রে মুদ্রণ বিভ্রাট

কোন খেসারত দিতে হবে না

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ১৯৮৮ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় গণিত (আবশ্যিক) বিষয়ের প্রশ্নপত্রে মুদ্রণজনিত বিভ্রাটের দরুন পরীক্ষার্থী, অভিভাবক এবং জনমনে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। পরীক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের বিভ্রান্তি নিরসনকল্পে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন ঃ "গতকাল ২২ মার্চ, ১৯৮৮ ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় গণিত (আবশ্যিক) বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পর পরই অভিযোগ পাওয়া যায় যে, গণিত (আবশ্যিক) প্রশ্নপত্রের ১ নং প্রশ্নের সরল অংকে কোন কোন প্রশ্নে মূল লাইনের নিচের হরে একটিতে বন্ধনী আছে এবং আবার কোন কোন প্রশ্নপত্র ঐ বন্ধনী নাই। পরবর্তীতে তদন্ত করে এর সত্যতা পাওয়া যায়।

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

গণিত প্রশ্নপত্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অদ্য ২৩ মার্চ, ৮৮ তারিখে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় "অংক প্রশ্নে বিভ্রান্তি", "সরলে গরল", "এর খেসারত কে দেবে" ইত্যাদি বিভিন্ন শিরোনামে প্রকাশিত খবরের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রশ্নপত্রে ভুলের জন্য কোমলমতি পরীক্ষার্থীদের অনেক হয়রানি এবং দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়েছে। এরজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তবে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরিশোধন, মুদ্রণ ইত্যাদি কাজে বোর্ডের কোন কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকে না। যে পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরিশোধন এবং মুদ্রণ করা হয়, সেই পদ্ধতিতে নিয়মানুযায়ী বোর্ডের কোন কর্মকর্তারই তা দেখার সুযোগ নেই।

প্রশ্নপত্রে মুদ্রণ বিভ্রাটের জন্য পরীক্ষার্থীদের কোন খেসারত দিতে হবে না। সরল অংকটি যাদের প্রশ্নপত্রে বন্ধনী ছাড়া ছিল তারা যদি সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে অংকের সমাধান করে থাকে তা হলে তারা যে রকম পূর্ণ নম্বর পাবে, তেমনিভাবে যাদের প্রশ্নপত্রে বন্ধনী আছে তারা সঠিক পদ্ধতি অনুস্রণ করে অংকের সমাধান করে থাকলে তারাও পূর্ণ নম্বর পাবে।